কুয়ালালামপুর ঘুরে দেখা -১

লংকাউই থেকে ফিরে এসে নতুন হোটেলে উঠলাম। লংকাউই যাওয়ার আগে হোটেলটা বুক করেছিলাম। তবে র‍ুমটা চেক করিনি। হোটেলটা বাইরে ভাল লাগলেও ভেতরে পুরনো। মন খারাপ হয়ে গেল। কারো আর মন বসছে না এই হোটেলে। তাই রাত্রেই বের হলাম নতুন হোটেলের সন্ধানে। সুন্দর হোটেল পেলাম কাছেই। পরের দিনের জন্য র‍ুম বুক করালাম কিছু এডভান্স দিতে হলো। সকালে আমরা মোহাম্মদের সাথে শহরটা ঘুরে দেখব, ঠিক করলাম। আমরা ঝলমলে কে এল টাওয়ার, পেট্রোনাস টাওয়ার ও অন্যান্য দর্শনীয় জায়গায় যাব তার সাথে।

সকালে উঠে প্রথম কাজ এই হোটেল থেকে চেক আউট। জিনিসপত্র নিয়ে নতুন হোটেলে সেট হয়ে মোহাম্মদকে কল দিলাম। তার সাথে যাত্রা শুর‍ু হলো কে এল টাওয়ারের দিকে। কুয়ালালামপুরের রাস্ড়ায় তখন ও মানুষ বেশী নেই। মারদেকা স্কোয়ারের পাশ দিয়ে আমরা এগিয়ে চলছি। দূর থেকে কে এল টাওয়ার দেখা যাচেছ।

কে এল টাওয়ার

কে এল টাওয়ার বা কুয়ালালামপুর টাওয়ারকে মালয়ী ভাষায় বলে মিনারা কুয়ালালামপুর। এটা মূলত একটা কমিউনিকেশন টাওয়ার। কুয়ালালামপুরের দুটো দর্শনীয় আকাশচুম্বী স্থাপনার মধ্যে এটা একটা। ১ লা মার্চ ১৯৯৫ সালে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। মালোশিয়ার ৪র্থ প্রধানমন্ত্রী মহাথীর মোহাম্মদ ১লা অক্টোবর ১৯৯১ সালে এর ভিত্তি প্রস্ড়র স্থাপন করেন। ১ লা মে ১৯৯৬ সালে সাধারণের জন্য এই টাওয়ার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। এর মেইন লবি কাঁচের কার‍ুকার্যখচিত গম্বুজের মত এবং এটার নকশা ইরানের ইস্পাহানের কারিগরের হাতে বানানো। এই টাওয়ারের ছাদে একটা এন্টেনা আছে যার উচ্চতা ৪২১ মিটার এবং ছাদ পর্যন্ড় উচ্চতা ৩৩৫ মিটার।

টাওয়ারের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামলাম। পার্কিং এলাকা বাইরে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেই টিকেট কাউন্টার। সুন্দর খোলা জায়গা সেখানে মালোশিয়ান কালচারের প্রদশনী চলছে। হালকা মিউজিকের তালে তালে ঐতিহ্যবাহী পোষাক গায়ে দিয়ে একটা দল নাচ পরিবেশন করছে। টিকেট কিনে লিফটের দিকে এগিয়ে গেলাম। এই টাওয়ারে আগেও উঠেছি এবার বাচ্চাদের নিয়ে অবজারভেশন ডেক থেকে কুয়ালালামপুর শহর দেখব।

দ্রুতই চলে এলাম অবজারভেশন ডেকে। এখানে অনেক সুভ্যেনিয়ের দোকান হয়েছে। ফুড কোট ও আছে বেশ কিছু। বাচ্চারা ঘুরে ঘুরে চারিদিক দেখার জন্য ব্যস্ড়। আমরা আস্ড়ে আস্ড়ে কুয়ালালামপুরের অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য দেখছি। নেতৃত্ব ও দেশপ্রেম এই দেশটাকে অনেক এগিয়ে নিয়ে এসেছে। সুভ্যেনিয়ের দোকানে হঠাৎ দেখি এক বাংলাদেশী সেলসম্যান। এখানে দাম বেশী মনে করে কিনব না ঠিক করেছিলাম। পরে দেখলাম বেশ রিজনেবল দাম এবং সস্ড়া মনে হলো। অনেকগুলো সুভ্যেনির কিনলাম।

এখানে এসে খালি মনে মনে ভাবছি আমাদের দেশটা কবে এমন হবে। নীচে নামার পর সুন্দরভাবে সাজানো মালোশিয়ান কালচারাল ভিলেজ এলাকায় গেলাম।

অনেক অর্কিড, ফুল, মালোশিয়ার পতাকা দিয়ে রং বাহারী করা হয়েছে। উপরে নীল পরিস্কার আকাশ, তীব্র সূর্যের আলো, খোলা জায়গা বয়ে যাওয়া বাতাস সব মিলে অন্য রকম দৃশ্য।

তবে গরম বেশী বলে ছায়ার দিকে দাড়ালাম। বাচ্চাদের এবং গোটা পরিবারের ছবি তুললাম। কত সুন্দর ভাবে সাধারন দৃশ্যগুলো এরা পর্যটকদের কাছে আকর্ষনীয় করে তুলেছে। আমাদের গাড়ী পোর্চে চলে এসেছে। পরবর্তী গন্ড়ব্য টুইন টাওয়ার।

পেট্রোনাস টু ইন টাওয়ার

১লা জানুয়ারি ১৯৯২ সালে পেট্রোনাস টুইন টাওয়ারের ভিত্তি প্রস্ড়র স্থাপন করা হয়। এর নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১লা এপ্রিল ১৯৯৪। ৩ই আগষ্ট ১৯৯৯ সালে এই টাওয়ার উদ্বোধন করা হয়। এই টাওয়ার বানাতে ১০৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার লেগেছিল। ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ পর্যন্ড় এই টাওয়ার পৃথিবীর উচ্চতম ভবন ছিল।আর্জেন্টাইন স্থপিত সিজার পেল্লি স্থাপনাটির নকশা প্রস্ড়ুত করেন।৮৮ তলা বিশিষ্ট এই টাওয়ারটি মূলত রিইনফোরসড কনক্রিট, ষ্টীল ও কাচের দ্বারা নির্মিত এবং এতে ইসলামিক স্থাপত্যের ছোঁয়া বর্তমান। এটার উচ্চতা ৪৫১.৯ মিটার। দূর থেকে দিনে ও রাতে এই টাওয়ার কুয়ালালামপুর শহরকে মোহনীয় করে তোলে।

টুইন টাওয়ারের নীচে বিশাল সুরিয়া কেএলসিসি শপিংমল। সমস্ড় বিখ্যাত ব্র্যান্ডের দোকান এতে রয়েছে। আরো আছে খাবারের দোকান ও অন্যান্য জিনিসপত্রের সমাহার।

দূর থেকেই টুইন টাওয়ার দেখতে ভাল লাগে। কাছে এসে এত বিশাল ভবনের তার ছবি তোলা যায় না। উপরের দিকে তাকানোও বেশ কষ্টকর। সামনে খোলা জায়গা বিলবোর্ড ও মালোশিয়ান পতাকা দিয়ে সাজানো। এছাড়াও পার্ক ও ফোয়ারা রয়েছে আরেক পাশে।

বিশাল কারবার এর ভেতর, কি নেই এর ভেতরের দোকানগুলোতে। আমরা মালোশিয়ান পাবলিশিং হাউজের বিশাল বইয়ের দোকানে ঢুকলাম। এই দোকানের বইয়ের জগতে হারিয়ে যাওয়া যায়। সারাদিন পার হলেও খেয়াল থাকবে না কখন সময় কেটে গেছে। মহাথীর মোহাম্মদের আত্মজীবনি ‘এ ডক্টর ইন দা হাউজ’ বইটা কিনলাম। একশত রিংগিত দাম। অনেক দিন ধরে বইটা খুজছিলাম, দেশে পাইনি। তবে লি কুয়ান ইউর বই দুটো পেলাম না এদের দোকানে।

সুন্দর কিছু গিফ্ট কিনলাম গিফ্ট শপ থেকে। সকালের হেভী নাস্ড়য় কারোর খেতে ইচ্ছে ছিল না। তাই বেড়ানোর পর নীচে নেমে এলাম। এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যাধুনিক এবং নিরাপত্তা প্রহরীরা বেশ তৎপর ও সতর্ক। তাদের সাথে বাচ্চারা ছবি তুলল।

বাইরে কিছুক্ষন সময় কাটানোর পর মুসাকে কল দিলাম। গাড়ী পার্কিং বেশ দূরে এবং কল না দিলে ড্রাইভারকে আসতে দেয় না। মুসা এবার কুয়ালালামপুরের আরো কয়েকটা বড় ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরে নিয়ে গেল। কেনাকাটার চেয়ে দেখলাম প্রাণ ভরে। বাচ্চারা দৌড়াদৌড়ি করল কিছুক্ষন। খোলা মেলা জায়গার তো কোন অভাব নেই। ফিরে এলাম বুকিত বিনতাং। এবার বাচ্চাদের নিয়ে এল আর টি তে ঘুরব ঠিক করলাম।

কুয়ালালামপুর শহরে এই লাইট র‍্যাপিড ট্রানজিট ট্রেনগুলো চলে। উপর দিয়ে লাইন চলে গেছে। সিংগাপুরের মত এটা এখনো ততটা জনপ্রিয়তা পায়নি। তার মূল কারণ এল আর টি র‍ুট শহরের সব গুর‍ুত্বপূর্ণ জায়গাতে এখনো যায়নি। তবে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত এটা বেশ জনপ্রিয়তা পাবে।

হেঁটে ষ্টেশনে এলাম। এখানে যে গন্ড়ব্যে যাব সেই গন্ড়ব্যের জন্য টিকেট নিতে হয় এবং বেশ কড়াকড়ি ব্যবস্থা। আমরা কে এল সেন্ট্রাল এর টিকেট নিলাম।একটু পরেই ট্রেন চলে আসল, ছোট ট্রেন, উঠে বসলাম। দুপাশ দেখতে দেখতে চলছি। মাঝে ৩/৪টি ষ্টেশন, লোকজনের তেমন উঠানামা নেই। সবাই কে এল সেন্ট্রালেই যাবে। ভ্রমণ তেমন আরাদায়ক মনে হলো না। তবে নতুন একটা অভিজ্ঞতা। বাচ্চাদের কাছে সিংগাপুরের এম আর টি চড়তে বেশ মজা লেগেছিল। তারা ভ্রমণগুলো বেশ এনজয় করেছিল তখন। কে এল সেট্রাল এলাকা নতুন ও পুরাতনের মিলন মেলা। নতুন নতুন ভবন তৈরী হচ্ছে পাশে পুরাতন জীর্ন দোকানপাট ও রয়েছে।

ভারতীয় তামিল বংশদ্ভুত অনেক অধিবাসীর দোকান দেখলাম। তাদের ধর্মের বই, ছবি ও অন্যান্য পুজোর উপকরন বিক্রি হচ্ছে। এলাকাটা তেমন জমজমাট না। অথবা আমরা সঠিক জায়গাতে যেতে পারিনি। কিছুক্ষন ঘোরাফেরা করে আবারো ষ্টেশনে এসে ফিরতি টিকেট নিলাম।

যথা সময়ে ট্রেনে চেপে আমাদের গন্ড়ব্যে। 'বেশী মজা লাগেনি' আমার মেয়ে বলেই ফেলল। থাক কি করা নতুন কিছু তো দেখা হলো। আমি বললাম- ওকে, ছোট্র উত্তর। বাকী সময় কেটে গেল ল-ইত পণ্ঢাজায় ও বুকিত বিনতাং বিপনী বিতান ঘুরে ফিরে।

বিকেলে ফিরে এসে কিছুক্ষন রেষ্ট তারপর রাত্রে আবারো ঘুরতে বের হলাম। ডিনার শেষে আবার কিছুক্ষন হাঁটাহাঁটি ও ঘোরাফেরা করে র"মে ফিরে এলাম। আজ সবাই টায়ার্ড তাই হিট দা বেড বেশ তাড়াতাড়িই হলো।

সকালে উঠেই ঠিক করে নিলাম কোথায় যাব। আজ সারাদিন ফ্রি টাইম। বিদেশে এসেছি তাই সবাই চাইবে কিছু না কিছু গিফ্ট। এ কারনেই একটা দিন দেশ দেখা ছাড়তে হলো। প্রথমে ভেবেছিলাম মালোশিয়ার ইষ্ট কোষ্ট অর্থাৎ সাউথ চায়না সি বন্দর এবং সেই প্রদেশটা দেখব। আমাদের ড্রাইভার ও রাজী ছিল। পরে তা বাদ দিতে হলো। আজকে আর মোহম্মদ নেই আমাদের সাথে। হোটেলে নাস্ড়া খেয়ে আশেপাশের বাংলাদেশী দোকানগুলোতে গেলাম। সেলসম্যানরা বলল তামিল ক্যাব ড্রাইভারের গাড়ীতে কখনও যাবেন না। মালয়ী বা চাইনিজ নিলে সমস্যা অনেক কম।

আমাকে বলল- 'কোথায় যাবেন?'

মসজিদ ইন্ডিয়া রোডে।

ওখানে কি দরকার, এখানেই প্রায় সব পাওয়া যায়।

আগের বার ছিলাম ওখানে তাই একটু ঘুরে আসব।

দেখলাম তেমন আগ্রহী না। ঠিক আছে। ট্যাক্সি দেখছি। দুই তিনটা পার হলো। তামিল ড্রাইভার যাত্রী নিতে বেশ আগ্রহী, নিলাম না।

বুড়ো চাইনিজ ড্রাইবার পেলাম একজন, উঠে বসলাম। গাড়ী চলছি। বললাম মসজিদ ইন্ডিয়া। হু হু বলে উঠল পরে চলছে তো চলছে। কি করা। মোহাম্মদকে ফোন করে ড্রাইভারকে বোঝাতে বললাম। কিছুক্ষন পর এক জায়গায় ট্যাক্সি থামালো। মসজিদ ইন্ডিয়া বলে বসে রইল। নেমেই গেলাম সেখানে।

কিছু কেনাকাটা ছিল ভাল দামেরই কিনতে পেলাম এখান থেকে। এখানে বড় একটা ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর আছে হানিফা, মনে হলো মধ্যবিত্তের জন্য। বহু লোকের ভিড়, কেনাকাটা ধুমছে চলছে। প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস এখান থেকেও নিলাম। এক লিটারের আইসক্রিম বক্স নিলাম একটা। সবাই মিলে খাচ্ছি তবুও শেষ হয় না। এটা টানাও একটা ঝামেলা।

এরপর পশ একটা ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরে ঢুকলাম। নীচ তালায় কসমেটিকস্ এর ষ্টল। সব ভাল ভাল ব্র্যান্ডের কসমেটিকস আছে। ক্লিনিক, বডিসপ আরো অন্যান্য দোকান। দোকানগুলোতে বেশ সুন্দর বিপনন ব্যবস্থা। সেলস গার্ল প্রায় সবাই মহিলা।

এই মেগাসপে নানান জিনিস সেল চলছে। জুতা, গেঞ্জি, হাতব্যাগ, ট্রাউজার বাচ্চাদের পোশাক ও বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী রয়েছে। জিনিসপত্র কেনাকাটায় অনেক সময় লাগল। এখানেই কে এফ সিতে বসে লাঞ্চ সেরে ফেললাম।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হচ্ছে আাকাশে একটু মেঘও উঁকি দিচ্ছে। আমরা ঘুরতে ঘুরতে পথ হারিয়ে ফেললাম। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেছে বৃষ্টি শুর" হয়েছে। একটা দোকানে ঢুকে কিছুক্ষন অপেক্ষা তারপর ট্যাক্সি নিয়ে সোজা হোটেলে।

আজ মনে হয় প্রান ভরে মার্কেট ঘোরা হলো। তবুও শুনতে পেলাম অনেক কিছু কেনা হয়নি। কাকে কি দেবে ঠিক করা যাচ্ছে না।

যাই হোক আর মার্কেট নয়। এই সিদ্ধান্ড় জানিয়ে দিলাম। তবে কে শোনে কার কথা। টায়ার্ড তবুও রাতে ডিনারের পর খোলা দোকানগুলোতে আরেকটু ঢু মারা যদি কিছু ভাল লেগে যায়। কেনা যায়। বাধা দেই কি করে।

আজ শেষ রাত এই কুয়ালালামপুরে। র"মে এসে গোছাতে হচ্ছে জিনিসপত্র। সবাই লেগে গেছে কাজে। পরদিন উঠতে বেশ দেরী হলো। বিকেল ৫টার মধ্যে এয়ারপোর্টে থাকতে হবে। আজ একটা খারাপ খবর পেলাম। মোহাম্মদ তার গাড়ীসহ এক্সিডেন্ট করেছে। হাসপাতালে আছে। আহত হয়েছে তবে আঘাত তেমন গুর"তর নয় কিন্তু গাড়ীর অবস্থা খরাপ। আমদের জন্য সে তার এক বন্ধুকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

যথাসময়ে কুয়ালালামপুর আন্ড়র্জাতিক বিমান বন্দরে চলে এলাম। বিশাল খোলা এলাকা। মানুষজন তেমন নেই। বিমান বন্দর থেকে সামনে তাকালেই দূরে কে এল টাওয়ার দেখা যাচ্ছে।

ভেতরে সব উন্নত ও অত্যাধুনিক ব্যবস্থা। সাজানো গোছানো এবং খুব সহজে সাইনপোষ্ট থেকে গন্ড়ব্যে যাওয়া যায়। চেক ইন শেষে হাতে সময় ছিল। বাচ্চারা কে এফ সিতে খেতে চাইল। এয়ারপোর্টের ভেতরেই কে এফ সি কর্ণার। মাগরেবের নামাজও পড়া হলো ভেতরে। সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। এয়ারপোর্টের বুক শপ থেকে

একটা বই কিনলাম। তারপর ইমিগ্রেশন ও কাষ্টমস্ শেষ করে ওয়েটিং এরিয়াতে চলে এলাম। ভালই কেটেছে এই কয়েকটা দিন। বিমানের বোডিং শুর হলো। কিছুক্ষনের মধ্যেই বিমান মালোশিয়ার রাত্রের আকাশে উড়াল দিল। আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের ভালবাসার বাংলাদেশে।